W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION KOLKATA-27

File No. / WBHRC/COM/2016-17

Date: 10. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of ' Ananda Bazar Patrika, a Bengali daily dated 10th January, 2017, the news item is captioned ' শহরে পৌঁছেও চিকিৎসা পাতে হয়রানি সৃজলের'

The Principal Secretary, Health Department, Govt of West Bengal is directed to furnish a report by 17.02.2017 enclosing thereto:-

(a) statement of Srijal Sri Ramesh Rai and also the NGO who assisted for admission of Srijal;

(b) copy of bed head ticket and details of treatment;

(c) full address and particulars of Ramesh Rai, father of Srijal;

(d) Full address and particulars of the NGO assisting admission of Srijal.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

upload at once. Inform NHRC about cognizance later by email
note in Diary – send by FAX + post. 10/1/17

SA

AS

শহরে পৌঁছেও চিকিৎসা পেতে হয়রানি

সোমা মুখোপাধ্যায়

মা না থাকার যন্ত্রণা কলকাতা শহরে এসে আরও এক বার টের পেল আট বছরের সৃজন। পাশাপাশি, তার চিকিৎসা নিয়ে দিনভর চলল টানাপড়েন।

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগে সোমবার সকালে কোনও মতে ভর্তির ব্যবস্থা হলেও মা না থাকায় ওয়ার্ডের ভিতরে ঠাঁই হয়নি তার। নিয়ম অনুযায়ী শিশু বিভাগে রোগীর সঙ্গে মা কিংবা মাতৃস্থানীয় কারও থাকার কথা। কিন্তু সৃজনের সঙ্গে বাবা ছাড়া কার্যত কেউ নেই। আর বাবাকে শিশু ওয়ার্ডে রাখা যাবে না। কারণ সেখানে অন্য রোগীদের মায়েরা থাকেন। এই অবস্থায় ওয়ার্ডের বাইরের বারান্দায় একটি খাটের ব্যবস্থা করে প্রথমে সেখানেই রাখা হয় তাকে। বিকেলে 'কোল্ড ওয়ার্ড' নামে একটি ফাঁকা জায়গায় তাকে পাঠানো হয়। শিশু বিভাগের চিকিৎসকেরা ওই অস্থায়ী ওয়ার্ডেই এসে বার কয়েক দেখে গিয়েছেন তাকে।

শিলিগুড়ির কিছু সহৃদয় মানুষের দানে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া জোগাড় করে এ দিন কলকাতায় এসেছে তারা। কিন্তু পৌঁছনোর পর থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা। তার বাবা, পেশায় প্রান্তিক চাষি, রমেশ রাই জানিয়েছেন, সৃজনের যখন চার মাস বয়স, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তার পর থেকে তিনি একাই সৃজনকে বড় করছেন। কিন্তু মা না থাকার জন্য যে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হবে, তা আগে কখনও ভাবেননি।

এ দিকে, কলকাতায় পৌঁছলেও সারা দিনে এনআরএসে প্লাস্টিক সার্জারির কোনও ডাক্তার দেখতে আসেননি সৃজনকে। অথচ, প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের অস্তিত্ব না থাকার কারণেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছিল। এনআরএসে শিশু বিভাগের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা সকাল ১০টায় প্লাস্টিক সার্জারির ডাক্তারকে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত কেউ আসেননি। কেন আসেননি, সেই ব্যাখ্যা কারও কাছে নেই। রাতে এনআরএসের সুপার শান্তি দাশগুপ্ত জানান, এই বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এ দিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতার এনআরএসে এসে পৌঁছয় সৃজন। তার বাবা ছাড়াও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন সঙ্গে। দীর্ঘ যাত্রার শেষে আরও ভোগান্তি অপেক্ষা করে ছিল অসুস্থ ওই শিশুর জন্য। সৃজনের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে পৌঁছনোর পরে ইমার্জেন্সির ডাক্তারেরা তাঁদের এসএসকেএমে রেফার করেন। ওই কাকভোরেই তারা এসএসকেএমে গেলে

বাবার সঙ্গে সৃজন। — ফাইল চিত্র

সেখানকার ইমার্জেন্সির ডাক্তারেরা জানান, আউটডোর খোলার পরে আসতে হবে। তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডাক্তারেরা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন, আদৌ ভর্তির প্রয়োজন আছে কি না। সৃজনের বাবা যখন সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে অনুরোধ করেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, তখন তাকে সোজা প্লাস্টিক সার্জারিতে রেফার করা হয়। সেখানকার ডাক্তারেরা জানান, বড় ধরনের সংক্রমণ হয়েছে শিশুটির। সংক্রমণ না কমলে অস্ত্রোপচার করা যাবে না। আর সংক্রমণ কমানোর জন্য শিশু বিভাগেই ভর্তি রাখতে হবে। শিশু বিভাগে ভর্তির জন্য সকাল ন'টায় তাকে নিয়ে আউটডোরে আসতে বলেন তাঁরা।

যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছে সৃজন। যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা তার সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন, তাঁদেরই এক জন বলেন, "ওই অবস্থায় আমরা আর বসে থাকতে পারিনি। ফের এনআরএসে এসে কোনওমতে শিশু বিভাগেই ওকে ভর্তি করিয়েছি। কিন্তু শিশু বিভাগের ডাক্তারেরাও বারবার জানাচ্ছেন, এখানে ওর যথাযথ চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। ওকে এসএসকেএমে পাঠানো দরকার। এই অবস্থায় আমরা কী করব বুঝতে

পারছি না। অ…

যদিও…
জানিয়েছেন, …
করলেন। অসু…
সংক্রমণ খুবই…
খানিকটা সময়…
"পেডিয়াট্রিক…
হয়েছে। চিকি…
শিশুটিকে সা…
চেষ্টা করব।"
এতটা পথ প…
ভোগান্তির মু…
তা কি এই প…
গায়েই অনে…
দিল না? তিনি…
এমন কোনও…
জানতামই ন…
যদি সঙ্গে স…
তৎক্ষণাৎ ব্য…
খামতি বরা…
অ্যাম্বুল্যা…
করতে না…
…